রমনা কালীবাড়ী উদ্ধার ও পুর্ননির্মান কমিটি
নিউইয়র্ক, আমেরিকা।
টেলিফোনঃ ৭১৮-৮৯২-১৫৮৮

ডঃ ফখরুদ্দীন আহমেদ
প্রধান উপদেষ্টা ,তত্ত্বাবধায়ক সরকার,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয় ঃ ঐতিহাসিক রমনাকালীবাড়ীর সম্পত্তি ফেরতসহ পূর্ব স্থানে মন্দির পুনঃনির্মানে প্রবাসীদের আবেদন।

সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা,

প্রথমেই প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই উষ্ণ অভিবাদন। যে মুহূর্তে দেশ ও জাতির জীবনে এক দুর্যোগ ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আপনার আগমন ছিল জাতির কাছে এক আলোক বর্তিকা। গত ১১ ই জানুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে আপনার বেতার ভাষণটি শুধু ঐতিহাসিক ছিলনা, আশাহত জাতি নূতন ভাবে বাঁচার এক দালিলিক দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য। তারপর থেকে আপনার সরকারের প্রতিদিনের কর্মকান্ড দল মত নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিতই নয়, দেশে বিদেশে আপনার সরকারের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে আপনার ও আপনার সরকারের সংস্কার কর্মসূচী, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান সকল মহলের শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, দেশের অসহায় অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণী গোষ্ঠীর মানুষকে আশার আলো দেখিয়েছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়েরও স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের রক্তের ঋন আছে। পাকিস্তান আমলে প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগ ও স্বৈরাচারী সামরিক শাসকদের উস্কানীতে বিভিন্ন সময়ে এদেশের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকারের পাশিপাশি তাদের পবিত্র ধর্মীয় উপসনালয় গুলিতেও আঘাত হানা হয়। '৭১-এ দেশ জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন হলে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নূতনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংখ্যাগরিষ্টের সাথে কাঁধ মিলিয়ে তারাও সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু দুঃখজনক এদেশের হিন্দু সম্পদায়ের ৮ শত বৎসরের ঐতিহাসিক রমনা কালীবাড়ীটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাক বাহিনী ধ্বংস করে দিলে স্বাধীনতা পরবর্তীতে অনেক সামরিক বে-সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু কোন সরকারই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার অস্তিত্ব বিনাশকারী কালো আইনসহ 'রমনা কালীবাড়ীর' বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এবং অধিকন্তু বিগত জোট সরকার 'রমনা কালীবাড়' ইস্যুটি নিয়ে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনার প্রতি লক্ষ্য না রেখে রাজনীতির নোংরা খেলা খেলেছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, রমনা কালীবাড়ী তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও বৃটিশ ভারতে এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপাসনা স্থান ছিল। ৮শত বৎসরের এই ঐতিহাসিক মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলেও মেলা ও বাঙালী সংস্কৃতির আসর বসতো। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই মন্দিরের সাথে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ জড়িত। তাই দেশবাসীর সহিত প্রবাসীরাও মনে করে যে, আপনি ও আপনার সরকার মন্দিরের সম্পত্তি ফেরতসহ পূর্ব স্থানে মন্দির পুনঃনির্মান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন।

মাননীয় উপদেষ্টা, সারাদেশে বিশ হাজারের উপর মন্দিরসহ প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক চার্চ, প্যাগোডা রয়েছে যেগুলি সরকারী অনুদান বা আর্থিক সহায়তার অভাবে সংস্কার বা উন্নয়নের কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এমতাবস্থায় এই মুহূর্তে আপনার সরকারের আশু হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। আপনার সরকার ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়েছে দেখে দেশবাসীর সাথে আমরাও অত্যন্তও প্রীত হয়েছি। এই সকল ভূমি দস্যু ও লোভাতুরদের কাছে এদেশের অসহায় হিন্দুদের বাড়ীঘর, সহায় সম্পদই গ্রাস ও জবর দখল হয়ে যায়নি, বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় হাজার হাজার মন্দির দেবোত্তর ও শশ্মান ঘাটের সম্পত্তি বিভিন্ন নামে বেনামে জাল দলিলের মাধ্যমে গ্রাস করা হয়েছে। যদিও হিন্দু আইন মন্দির দেবোত্তর ও শশ্মান ঘাটের সম্পত্তি হস্তান্তরের বিধান নেই। সুতরাং আমরা মনে করি আইন বহির্ভূত এসব অন্যায় জখলকারীদের এখনই ধরার উপযুক্ত সময়।

তাই জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সার্বিক স্বার্থে ধর্ম মন্ত্রনালয় কিংবা সরকারের বিশেষ উদ্যোগে একটি কমিশন গঠনের করে হারানো জমির ব্যাপারে সারা দেশে তদন্ত জরীপের মাধ্যমে দোষীদের সনাক্তকরণ এবং প্রকৃত মালিকের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জরুরী ও বাঞ্চনীয় বলে মনে করি। প্রবাসীরা আরও মনে করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যেকোন ধর্মীয় স্থানের উপর হামলা ও সম্পত্তি দখলকে গুরুতর অপরাধ বিবেচনায় সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান সম্বলিত আইন পাশের অনুরোধ জানায়।

অতএব, সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনি ও আপনার সরকারের আন্তরিক হস্তক্ষেপ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অন্যান্য বাঁচার দাবীর সহিত 'রমনা কালীবাড়ী' ইস্যুটি সমাধানকল্পে আপনার সহানুভূতিশীল বিবেচনা এ অঞ্চলে ইতিবাচক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ইতি

আপনার একান্ত
প্রদীপ মালাকার, সভাপতি
শুভপদ রায়, সাধারণ সম্পাদক